বসন্ত পঞ্চমী
সরস্বতী পূজো সংকলন - ২০২৫

সম্পাদকীয়

বাঙালি সংস্কৃতিতে সরস্বতী পূজা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বসন্তের আগমনী বার্তা পেয়ে প্রকৃতি যখন রঙিন হয়ে ওঠে, বৃক্ষ-লতারা নতুন প্রাণ পায়, তখন সরস্বতী দেবী জ্ঞান, সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে ধরায় আবির্ভূত হন।

হিন্দু পুরাণে সরস্বতী দেবী জ্ঞান, সংগীত ও সৃজনশীলতার প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। সাধারণত তাঁকে শুভ্র বসনে, হাতে বীণা, পুস্তক এবং জ্ঞানদানকারী মুদ্রাসহ চিত্রিত করা হয়, যা বিদ্যার মহিমা ও পবিত্রতাকে প্রতিফলিত করে। বীণা সংগীতের, পুস্তক জ্ঞানের, মালা ধ্যান ও মননশীলতার এবং জলপাত্র পবিত্রতার প্রতীক। তাঁর বাহন রাজহাঁস সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতার প্রতীক, যা আমাদের জীবনে সত্যের পথ বেছে নেওয়ার বার্তা দেয়।

সরস্বতী পূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি জ্ঞান, সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলার প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রতিফলন। শিক্ষার্থী, শিল্পী ও বিদ্যানুরাগীরা দেবীর আশীর্বাদ কামনায় দিনটি পালন করেন। বিশেষত বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পূজার আয়োজন করে। প্রতিমা স্থাপন, সাজসজ্জা, প্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সরস্বতী পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গভীর সংযোগ। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে এটি এক অনন্য সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই পূজা উদযাপন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন সৃষ্টি করে।

আমরা যারা নিজেদের শিকড় ছেড়ে বিদেশে পা রেখেছি, আমাদের হৃদয়ে এই পূজার স্মৃতি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় জমে থাকা অসংখ্য সুখ-দুঃখের গল্প নিয়েই আমাদের সংকলন— **"বসন্ত পঞ্চমী"**।

ধন্যবাদান্তে

সুশীল কুমার পোদ্দার,
সম্পাদক, এসবিসিএ
sbca.kwc@gmail.com

SANATAN BENGALI
CULTURAL ASSOCIATION

সরস্বতী - একটি হারিয়ে যাওয়া নদী, অথবা কেবলই বৈদিক ঋষির কল্পনা ?

দেবদাস চট্টোপাধ্যায়

কিচেনার, কানাডা

সরস্বতীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগবেদে এক বৃহৎ নদী ও প্রধান এক দেবী রুপে যিনি বিশুদ্ধতার প্রতিমূর্তি ও জলের অধিষ্ঠাত্রী । সরস্বতীই একমাত্র দেবী যিনি সেই বৈদিক যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত সমান ভাবে গুরুত্বপুর্ন হয়ে আছেন। কিন্তু বর্তমান কালের মতো জ্ঞান-কলার দেবী হিসাবে সরস্বতী পুজিত হতেন না বৈদিক যুগে, বরং পুজিত হতেন নদী বা জলের ধারক দেবী হিসাবে।

সংস্কৃত 'সরস্' শব্দ, যার অর্থ সরোবর, বা হ্রদ, অর্থাৎ যা জল ধারন করে, থেকে সরস্বতী নামটি এসেছে বলে ধরা হয়। তাই সরস্বতী নামটির এক অর্থ হয় হ্রদ বা সরোবরের অধিকারিণী দেবী । আবার অন্য এক ব্যাখ্যা অনুসারে, 'সর' যার অর্থ সার বা নির্যাস ও 'স্ব' যার অর্থ নিজ বা আত্ম, সন্ধিযুক্ত রূপ সরস্বতী । অর্থাত তিনি পরমব্রহ্মের সাথে ব্যক্তি আত্মার মিলনকারিণী দেবী।

প্রথম দিকের মন্ডলগুলিতে, যেমন ২য় মন্ডলে সরস্বতীকে বলা হয়েছে

> অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি -ঋগ্বেদ ২.৪১.১৬

সরস্বতী মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পরবর্তীকালে ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে একদিকে যেমন সরস্বতীকে প্রবাহমান জলের দেবী, যিনি কলুষ দূর করে আরোগ্যদান করেন বলে বর্ননা করা হয়েছে , অন্যদিকে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

দেবী হিসাবে সরস্বতীর এই বিবর্তন যেমন বিদ্যজনদের নিরন্তর কৌতূহলী করেছে, তেমনি নদী হিসাবে সরস্বতীর অস্তিত্বের প্রশ্নটিও গবেষক ও উৎসুকদের কাছে চর্চার প্রিয় বিষয় হয়ে রয়েছে। বস্তুত

বৈদিক সাহিত্য বা হিন্দু ধর্মের উৎস নিয়ে যারা গবেষনা করেন তাদের কাছে এর থেকে বিতর্কিত বিষয় সম্ভবত আর নেই।

নদী সরস্বতীর অস্তিত্ব নিয়ে গবেষকরা মোটা দাগে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে আছেন। প্রথম ভাগে আছেন তারা ,যারা মনে করেন যে সরস্বতী নামে প্রকৃত কোনও নদী কখনও ছিলো না, বরং বৈদিক ঋষি কল্পিত এক স্বর্গীয় নদী যা স্বর্গ হতে মর্তে নেমে এসেছে। অন্যদিকে একদল গবেষক মনে করেন যে সরস্বতী নামে সত্যই এক নদী সুদুর অতীতে একসময় বইত, কিন্তু পরবর্তিতে শুকিয়ে বা অন্তসলিলা হয়ে গেছে। কিন্তু তারা আবার এর উৎস ও নদীখাতের অবস্থান নিয়ে বিভক্ত । এখানে নদী সরস্বতী বিষয়ে কিছু গুরুত্বপুর্ন তথ্য সংকলন করা হল।

১) ঋগ্বেদে সরস্বতীই একমাত্র ও প্রথম নদী যা একই সাথে দেবীর মর্যাদাপ্রাপ্ত। ঋগবেদের একেবারে শেষের দিকে দশম মন্ডলে উল্লেখিত গঙ্গা হচ্ছে অপর বড় নদী যা আরও অনেক পরে, প্রধানত বেদত্তর সাহিত্যে দেবীর মর্যাদা পায়।

২) ঋগ্বেদে সরস্বতীকে প্রমত্তা রুপে যা ' পর্বত হতে সমুদ্র পর্যন্ত' প্রবাহিত হয় বলে বর্ননা করা হয়েছে তেমনি বলা হয়েছে যে সে ' বিনাসন' প্রাপ্ত বা অন্তসলিলা হয়েছে। ঋগ্বেদে প্রায় ৫০ বার সরস্বতীর উল্লেখ রয়েছে।

৩) দশম মণ্ডলে বলা হয়েছে- ওহে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু (শতলুজ), পরুষ্ণি (ইরাবতী, রবি), আমার প্রশংসা অনুসরণ কর! হে অসিকনী (চেনাব), মরুবৃদ্ধ, বিতস্তা (ঝিলাম), অরজিকিয়া (হরো) ও সুশোমা (সোহান) সহ, শোন! - ঋগ্বেদ ১০.৭৫.৫ । এখানে সরস্বতীর অবস্থান যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যে। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় যে নদীগুলি ধারাবাহিক ভাবে পুর্ব থেকে ক্রমশ পশ্চিমে উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের ভৌগলিক অবস্থানের সাথে মিলে যায়।

৪) অনেকেই ধারনা করেন যে নিকট অতীতে ১৯৭০ এর দশকে, আধুনিক প্রযুক্তি যেমন স্যাটেলাইট ইমেজারি'র মাধ্যমে সরস্বতীর লুপ্ত হয়ে যাওয়া নদীখাত পুনরায় আবিস্কার করা হয়েছে। আসলে সরস্বতীর নদীখাত খোজার ইতিহাস অনেক পুরানো। ১৭৬০ সালে প্রকাশিত 'দ্য লাইব্রেরী অ্যাটলাসে ও ১৭৭৮ এ প্রকাশিত জেমস রেনেলের প্রকাশিত তখনকার ভারতবর্ষের সবথেকে বিস্তারিত ম্যাপে সুরসুতি(Soorsuti) নামে এক ছোট নদী চিহ্নিত করা হয় যা পাঞ্জাবে, ঘাঘর (Guggur) এক মৌসুমি নদীতে গিয়ে মিশেছে। আজও প্রবল বর্ষায় এটি কখনো কখনো আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়, যা ভারত-পাকিস্থান সীমান্তের কাছে হাকরা নাম ধারন করে।

৫) ফরাসী বিশেষজ্ঞ লুই ভিভিয়ান দো সাঁ- মাথতা ১৮৫৮ সালে প্রথম যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সুরসুতী তথা ঘাঘর নদীর অবস্থান লক্ষ্য করে বর্তমানের সুরসুতিকেই ঋগ্বেদে বর্নিত সরস্বতী

বলে চিহ্নিত করেন, এবং এবিষয়ে পরবর্তী প্রায় সাত দশকেরও বেশী সময়ে গবেষকদের মধ্যে তেমন বড় ধরনের মতপার্থক্য দেখা যায় না।

৬) ১৯২০ দশকে হরপ্পা ও মহেঞ্জদারোতে এক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়, যার নামকরন করা হয় সিন্ধু সভ্যতা । এর আগে পর্যন্ত অশোক স্তম্ভকেই, যার বয়স ধরা নির্ণয় করা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তিনশ সাল, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন হিসাবে ধরা হত। কিন্তু নতুন আবিষ্কৃত সিন্ধু সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার বয়স আরও প্রায় আড়াই হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে গেল ।

৭) পরবর্তী কয়েক দশকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা কেবল মাত্র সরস্বতী অববাহিকায়ই আরও প্রায় ২৩৭৮ টি প্রাচীন বসতি আবিস্কার করেন যা সিন্ধু অববাহিকায় আবিষ্কৃত বসতির থেকে অনেক বেশী। এ কারনেই অনেকে এই সভ্যতাকে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা হিসাবে নামকরন করেন।

৮) প্রচলিত আর্য সভ্যতা তত্ব অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের আশেপাশে আর্যরা ভারতে আগমন করে, এবং পরবর্তি কালে ঋগ্বেদের রচনা করে বলে ধরা হয়। এদিকে প্রত্নতাত্তিক পরিক্ষায় প্রমানিত হয় যে, সরস্বতী অববাহিকার সভ্যতার প্রাচীন বসতিগুলো প্রায় ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বে পরিত্যক্ত হয় মুলত দীর্ঘ পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারনে। ঋগ্বেদে একদিকে যেমন সরস্বতীকে পর্বত হতে সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহিত বিশালতম নদী হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে, তেমনই অন্য শ্লোকে সরস্বতীকে বিনাশন প্রাপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠে, আর্যরা যদি খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের আশেপাশে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ঋগ্বেদের সুক্ত রচনা করে থাকেন, তাহলে আরও ৪০০ থেকে ৬০০ বছর আগে শুকিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীকে তারা কীভাবে প্রমত্তা নদী হিসাবে বর্ননা করেন। এ বাস্তবতা, আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে এমন তত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। নদী হিসাবে সরস্বতীর অস্তিত্ব নিয়ে বড় ধরনের বিতর্কের সূচনা এখান থেকেই।

৯) এ পর্যায়ে এসে গবেষকদের কেউ কেউ আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছে এমন তত্বের সাথে খাপ খাইয়ে বর্তমান আফগানিস্থানে, প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ আবেস্তায়, যা ঋগ্বেদের সমসাময়িক বলে প্রমানিত, বর্নিত হরইহেতি নদীকেই ঋগ্বেদের সরস্বতী বলে চিহ্নিত করেন। আবার কোন কোন গবেষক সরস্বতীকে কোন পার্থিব নদী নয় বরং স্বর্গীয় স্রোতস্বিনী বলে মনে করেন।

১০) গত তিন দশকের জিওলজিকাল অনুসন্ধানে এটা বের হয়ে এসেছে যে বর্তমান কালের ঘাগর-হাকরার নদীখাত যা কেবল মাত্র বর্ষাকালেই প্রবাহিত হয় , সেখানে অতি প্রাচীন কালে বেশ বড়সড় এক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল যা খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে পুরাপুরি শুকিয়ে যায়। সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতায় পাওয়া বিভিন্ন প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন যেমন স্বস্তিকা চিহ্ন, যোগাসনে বসা

পশুপতি সিল ইত্যাদি কারনে অনেকেরই ধারনা এই সভ্যতাই ঋগ্বেদের রচয়িতা। ঋগ্বেদের বিভিন্ন বর্ননায় ও এটা পরিস্কার যে তখনকার মানুষের বসতি প্রধানত সরস্বতীর দু'কুলেই ছিল।

১১) পরিবেশগত বিপর্যয়, বিশেষ করে প্রায় ২০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে চলা খরার কারনে ও খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ সালের দিকে সরস্বতীর পুরাপুরি শুকিয়ে যাওয়ায়, উভয় তীরের নগর সভ্যতা ক্রমে পরিত্যক্ত হয় এবং এর অধিবাসীরা বিভিন্ন দিকে গ্রামীন জনপদে সরে যায়, সাথে করে নিয়ে যায় তাদের সংস্কৃতি, ভাষা,কৃতকৌশল ও স্মৃতি। একারনেই হয়তো, তারা পুর্বজদের বিশ্বাস ও স্মৃতি ধরে রাখার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নদীর নাম সরস্বতীর নামে রাখে। প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদে) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে সরস্বতীর উপস্থিতি কল্পনা এই বিশ্বাসেরই অংশ।

স্মৃতির খাতায় সরস্বতী পুজো

মল্লিকা দাস

ওয়াটারলু, কানাডা

সরস্বতী পুজো বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে বলা ভুল হবে না! ঐদিন হলুদ শাড়ি ও পাঞ্জাবি পরা যুবক-যুবতীদের আজও দেখা যায়। প্রত্যেকে হলুদ রঙে নিজেকে সাজিয়ে মনের মানুষের সাথে ছবি তোলে। প্রত্যেকে নিজেকে সাজিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে ছবি তোলে, পরিচিতদের সঙ্গে অন্তত চোখাচোখি করে হাসিমুখে "হাই-হ্যালো" বলে। জীবনের টানাপোড়েনের মাঝে আবেগের কিছুটা কমতি থাকলেও কিশোর বয়সের বুকের মধ্যে যে ঝড় ছিল, তা কখনো ভুলবার নয়। আমাদের ছোটবেলার মতো আজও তা পরিবর্তিত হয়নি, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আজও উৎসাহ, নিয়ম-আচার কমে যায়নি। তবে বর্তমান প্রজন্মের উৎসাহ দেশের ছেলেমেয়েদের তুলনায় একটু কম, কারণ ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন আবহাওয়া। তবে মা-বাবার উৎসাহ কখনোই কমেনি। সরস্বতী পুজো পড়ুয়াদের পুজো, সেই সংস্কৃতি মা-বাবারা ধরে রাখার জন্য যত্নশীল। দেশের পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা যখন এগিয়ে আসে, তখন তারা নিজেদের উদ্যোগে উৎসাহ উদ্দীপনায় সব কিছু করে ফেলে। শিক্ষার্থীরা একে অপরের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেয়।

কিশোর বয়স থেকে যৌবনের দিকে যাত্রা একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়! স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা দেবীর পূজা করে, যা জীবনের সবচেয়ে আবেগময় এবং আনন্দের মুহূর্তের এক অপূর্ব সমাহার। সেই মধুর স্মৃতি আজও আমাকে পেছনে ছুটতে উদ্বুদ্ধ করে, কখনো কখনো ভুলে যাই বয়স বেড়ে গেছে, এবং বেশি সময় উপোস থাকলে শরীরের উপর তার প্রভাব পড়ে। মানুষ সব কিছুই করতে পারে, তবে ছোটবেলার স্মৃতি ভুলতে পারে না। তাই এই বয়সে এসে বেশ কষ্ট হয়, পেছনের দিনগুলো আর ফিরে আসবে না, সেই সুখের মুহূর্তগুলো হারিয়ে গেছে।

স্মৃতিরা সুখের সাথে দুঃখও নিয়ে আসে! এখানে আকাস থেকে সাদা তুলোর মত বরফ ঝরে পড়ছে। আমি আনমনা হয়ে যাই – মন ছুটে যায় আপন মাটিতে। চারপাশটা সত্যিই অপ্রতিম, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, হিল্লোল আর চিৎকার, মৌ মৌ প্রসাদের গন্ধ, শতশত ছেলে-মেয়েদের দল, মা'র কাছে ধর্না দিয়েছে, মা'র পূজা শেষে তার কাছে প্রার্থনা করছি, "মা, কৃপা করে এ বছরটা জ্ঞান দিয়ে ভরিয়ে দিও।" হঠাৎ দমকা হাওয়া শীত ছুঁয়ে যায়, চমকে উঠে দেখি আকাশ থেকে সাদা ফুল ঝরছে, এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য! পূজোতে যেতে হবে! যতই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটুক, তবুও আনন্দের ঝরনাধারায় মিশে যেতে হবে! চোখের জল মোছার জন্য সমব্যথী কারো হাত কিংবা কাঁধ পাওয়া যেতে পারে, যদিও তা ভাগ্যগুণে! তবে স্মৃতি মুছতে কি কিছু আছে? আমার তো জানা নেই! যত বড় হচ্ছি, ততই পেছনের স্মৃতিগুলো তাড়া করে বেড়ায়। ভুলে যেতে চেষ্টাও করেছি অজস্রবার, কিন্তু এখনো ছোটবেলার স্মৃতি তাড়িয়ে বেড়ায়, সরস্বতী পুজোর স্মৃতিসহ অসংখ্য স্মৃতিকথা!

সরস্বতী পুজোর সময়টা ছিল কিশোর ও তরুণ বয়সের ভ্যালেন্টাইনস ডে, যখন প্রাণরসায়নের আধিক্যে আবেগের উত্থান ছিল আকাশসম! প্রতিটি মুহূর্ত ভালোলাগার স্বপ্নে ঘেরা, কোনো চিন্তা ছিল না, কোনো ভাবনা ছিল না। দায়িত্বের চিন্তা যখন আসে, তখন তেমন অনুভূতি হয়নি, বরং আনন্দই পেয়েছি। মুই কি হনুরে একটা অনুভবে সর্বদা ভেসেছি। ক্লাস নাইনে আমাদের ক্লাস ও দশম শ্রেণির সরস্বতী পূজোর দায়িত্ব ছিল আমাদের উপর। আমি তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ, সর্বত্র কাঁঠালী কলা ছিলাম!

দায়িত্ব পেয়ে সেদিন কি যে ব্যস্ততা! কেউ কাগজ কেটে বানাচ্ছে শিকল; কেউ বানাচ্ছে ফুল; কেউ আবার কুমোরপাড়ায় গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে, প্রতিমার খবর কী; কেউ আবার নিপুণভাবে পূজোর জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে ব্যস্ত; কেউ পাশের স্কুলে নিমন্ত্রণ দিতে যাচ্ছে। পূজোর আগের দিন বিকেলে ভ্যান করে ঠাকুর নিয়ে আসা হয়, সাজগোজ প্রস্তুত করা হয় পরের দিনের জন্য। কারণ পরের দিন সকলে মিলে ভোরে হলুদ মেখে স্নান সেরে, হলুদ শাড়ি পরে স্কুলে আসতে হয়। একদল ফলফলাদি কাটে, অন্য দল দোয়াতে দুধজল দিয়ে খাগের কলম প্রস্তুত রাখে। আরেক জায়গায় খিচুরি, বেগুন ভাজা আর মটরশুঁটি দিয়ে বাঁধাকপির ঘন্ট তৈরির প্রস্তুতি চলে।

আজো অনুভব করি - পায়েসের গন্ধে আকাশ-বাতাস মাতোয়ারা, দেখতে পাই ঠাকুরমহাশয় পূজা শুরু করে দিয়েছেন, আমরা সবাই পূজাতে ঠাকুর মহাশয়কে সাহায্য করছি। উপোস থেকে ঠাকুরের অঞ্জলি দিচ্ছি। হৈ চৈ, প্রসাদ খাওয়ানো, আশেপাশের স্কুল থেকে আসা অতিথি, শিক্ষক ও ছাত্রদের যত্ন করে খাওয়ানোর হিড়িক। তারপর কে কোথায় যাবে, অন্য স্কুলে যাবে— তার প্রক্রিয়া।

সাধারণত, দশম শ্রেণীর ছাত্রীরাই যেত বয়েস স্কুলে শিক্ষিকার সাথে। সেই সুবাদে আমারও টার্ন এসেছিল! এটা সেই কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেবার সন্ধিক্ষণ, প্রেমের প্রথম পরিচয় যেন ভালো

লাগার প্রথম বাতাস! এটা সেই চোখাচোখি, মুচকি হাসির সময়, কারণে অকারণে হেসে কুটিপাটি হওয়া, অল্পতেই কারো প্রতি অভিমান করা।

অজস্র চাওয়া ও চাওয়ার মাঝে নিমন্ত্রণ খাওয়া ও খাওয়ানোর পর্ব শেষ হলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যে যার মতো স্কুলে ফিরে যায়; স্কুলের সব কাজকর্ম গুছিয়ে সবাই ফিরে যায় আপন ঘরে। তারপর বাসার পূজোর লাইটিং ডেকোরেশন করাতে সাহায্য করা, বিকেল থেকেই সেজেগুজে পাড়ার পূজায় হাজির, ওখানেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর, আবারও ড্রেস পরিবর্তন করে পরিবারের সাথে পূজা হোপিং। কোন মূর্তিটা বেশী ভালো হলো, কোনটা কী—এভাবেই পূজা উদযাপন উপভোগ করে আনন্দের সাগরে আমরা তলিয়ে যেতাম।

এখন তো মুঠোফোনে দুনিয়া ছয়লাব। পড়াশোনা, বিনোদন, অজস্র ভালো-মন্দ দেখার জিনিস অনেক অনেক! যতটাই সহজ যন্ত্র নিয়ে সময় কাটানো, ততটাই কঠিন মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা। মানুষ এখন মানুষের সান্নিধ্য চায় না, যন্ত্র নিয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। তারপরও সবকিছুর মাঝে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, উঠাবসা, কথাবার্তা, বেড়ে উঠা খুবই দরকার- যাতে মানুষের মানসিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। সরস্বতী পূজার মতো গ্রামবাংলার সংস্কৃতিতে অজস্র পার্বণ আছে। সরস্বতী পূজার পরপরই গ্রামাঞ্চলে নাটাই ষষ্ঠীর ব্রত হয়। সেই দিন সব কিছুই সিদ্ধ খাবারের নিয়ম আছে। এরকম অনেক কিছুই আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবন পথে অনেক সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটেছে, তবে সবচেয়ে আত্মিক যোগাযোগ ঘটেছে আপন সংস্কৃতির সাথে। এখন, বর্তমানে মুখে রেখেছি হাসি, পথ চলায় যতই কষ্ট হোক, ছেঁটে ফেলেছি কিছু স্বার্থপর মানুষকে আর নতুন বন্ধন গড়েছি এককালে যারা ছিল অপরিচিত। অতীত স্মৃতির তাড়নার মাঝেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, নিজেকে নিজের মতো করে বাঁচাতে।

সরস্বতী পূজার স্মৃতি রোমন্থন

নীলাঞ্জনা নীলা

কিচেনার, কানাডা

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে।

জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।
বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবি নমস্তে॥

কোন দেবী মায়ের পূজায় এই মন্ত্রপাঠ করা হয়, আমাদের কারোর অজানা নয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেনি। শিশুকালের কথা মনে না থাকলেও শৈশবকালে শোনা প্রথম মন্ত্র যা মনের ভেতর গেঁথে আছে। মা সরস্বতীর প্রার্থনার এই মন্ত্রটি নস্টালজিক করে তোলে। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা আয়োজিত হয়। এই তিথিটি শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমী হিসেবে পরিচিত।

প্রবাসী জীবনে দেশের পূজার সেই দেশীয় আমেজ সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পেরেছিলাম সনাতন বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী সরস্বতী মায়ের পূজা আরাধনায়। মায়ের কৃপায় এবারেও তিথি অনুযায়ী পূজা সম্পন্ন হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মায়ের মৃন্ময়ী রূপের আরাধনায় ব্রতী হতে পেরেছি বলে আনন্দও ছিল সীমাহীন। তারপরও একটা শূন্যতা থেকেই যায়।

মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলোতে সরস্বতী পূজা আয়োজনের মুহূর্তগুলো। জ্ঞান হবার পর থেকে আমাদের বাগানের বাসায় সরস্বতী পূজার আয়োজন দেখে এসেছি। সারারাত জেগে, বড়ো মামা তাঁর নিজস্ব ভাবনা দিয়ে মায়ের প্যান্ডেল তৈরি করতেন। কখন যে আমার চোখ বুজে আসত, কে জানে! রাত বারোটার পরেই যে ঢলে পড়তাম। সকালে ঘুম ভাঙার পর একছুটে উঠানে গিয়ে অবাক হয়ে যেতাম, মা সরস্বতী কী সুন্দর হয়ে সেজে বসে আছেন! মামার হাতে যেন যাদুর কাঠি ছিল। প্রতিবছর প্যান্ডেল সেজে উঠত ভিন্ন ভিন্ন সাজে। একবার সাজানো হয়েছিল তুষার শুভ্র বরফের পাহাড়, আর তার মধ্য দিয়ে বাহন রাজহাঁসকে পাশে নিয়ে কাঁচা হলুদ রঙের পাড় দেওয়া সাদা রঙের শাড়ি পরে মা সরস্বতী বসে আছেন, হাতে ধারণ করে আছেন বীণা। আর এই সাজটা মনে রাখার কারণ দুটি; একটি

হলো মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমার একটি ছবি আছে, আর এ-ও শুনেছি একজন সাংবাদিক ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য।

পূজার দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাঁচা হলুদ বাটা দিয়ে স্নান করতে হতো। মামনি সকালেই হলুদ বেটে, তার মধ্যে সরিষার তেল দিয়ে মেখে বাটিতে রেখে দিতেন। বাসার সকলকেই সেই বাটা গায়ে-মুখে মেখে নিয়ে স্নান করতে হতো। তারপর নতুন জামা পরে মা সরস্বতীকে প্রণাম করতাম। এ-ও দেখেছি নলখাগড়া দিয়ে কলম বানাতে, আর কালির দোয়াতে কালি নয়, রাখা হতো দুধ। মায়ের সামনে আমার বই-খাতা, কলম, কালির দোয়াত, হারমোনিয়াম, তবলা রেখে দিতাম। সে যে কী মহানন্দ! কোনো পড়ালেখা নেই। এমনকি রেওয়াজ করবার জন্যও কোনো তাড়া নেই। এর চেয়ে আর কোনো কিছুতে কি আনন্দ আছে?

অনেক কথা, অনেক গল্প, অন্য সময় হবে ক্ষণ! আজ তবে এই প্রার্থনা মন্ত্র দিয়েই শেষ হোক।

"জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।
বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবি নমস্তে॥"

মা সরস্বতী আমাদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিন।

শ্রুতি নাটক- তুষারে বসন্তের ফুল

সুশীল পোদ্দার, পিএইচডি

ওয়াটারলু, কানাডা

সুধীবৃন্দ, আমরা এইমাত্র খবর পেলাম আমাদের বিদ্যাময়ী মা কানাডার মাটিতে নিরাপদে পদার্পণ করেছেন। আসুন আমরা মূহুমূহু করতালী আর শ্লোগানে মাকে বরণ করি

সরস্বতী মা কি – জয়, বীনাপানী মা কি – জয়, জ্ঞানদায়িনী মা কি – জয়, সনাতনী মা কি – জয়

ভক্তঃ মা, তোমায় অভিবাদন কানাডার এ শ্বেতশুভ্র তুষার ভূমিতে। মা, যখন নরম ঘাসের পাতায় জমে থাকে শিশির বিন্দু, যখন শেফালীর ফুলে ফুলে ভরে থাকে শীতের সকাল, তখন মনে হয় এই তো তুমি আসছ মহাকালকে জয় করে সেই ভুবন মোহেনী চির তন্বী রুপ ধরে, তোমারএক হাতে বীনা, অন্যহাতে হাতে পুস্তক, তোমার পদমূলে সেই শ্বেত শুভ্র চিরচেনা রাজহংসী।

তা মা, তোমার বাহন- মানে হংসীকে তো দেখছি না?

দেবীঃ আর বলিস না। ওর জন্য মনটা বড় কষ্টে ভরে আছে রে, ও এখন আলীপুর চিড়িয়াখানায়। কোলকাতার কি যেন বিমানবন্দর, নাম শুনলেই মনে হয় বোমা ফাটছে - ধমধম

ভক্তঃ না মা, ওটা দম দম

দেবীঃ ওই হোল আর কি। কেবল নেমেছি। কোথা থেকে এক মিছিল এলো। হৈ হৈ করে লোক জন এসে তোদের হংসী টিকে কেড়ে নিয়ে গেলো। যাবার সময় শাসিয়ে দিয়ে গেলো ওরা নাকি বন্য প্রাণী নির্যাতন আইনে আমার বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দেবে

ভক্তঃ তা হলে তো মা তুমি মহা বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ!

দেবীঃ তাই তো বাবা কাল বিলম্ব না করে কলিকাতার পূজা মন্ডবে তোদের কি যেন এক নায়িকা ... মনে

পড়েছে - সায়ন্তনী কে proxy বানিয়ে তোদের ডাকে চলে এলাম

ভক্তঃ বেশ করেছ মা। ও মা তোমার বীণা কৈ? বীণা ছাড়া তোমায় কেমন যেন অচেনা লাগছে

দেবীঃ যে দিন কাল পড়েছে রে ! বীণা কে শুনে বল? তাই ছেড়ে দিয়েছি। তোদের কার্তিক দার পরামর্শে hawiwan guiter শিখছি

ভক্তঃ তা মা ভালই করেছো। বাজারে demand আছে।

ভালো কথা- তোমার হাতের বই গেল কৈ? নিশ্চয় airport এ আটকে দিয়েছ! অত্যন্ত অন্যায় ... একি মা তোমার হাতে এটা কি?

দেবীঃ Iphone, গতবছর আমেরিকা গিয়েছিলাম। আমার এক ভক্ত এটা কিনে দিয়েছে। আজকাল সারা জ্ঞান তো ঐ phone এর মাঝেই । তা ছাড়া অতো মোটা মোটা বই নিয়ে stage যে দাড়িয়ে থাকতে বড় কষ্ট হয় রে। তোদের program গুলো ভালো করে দেখতে পারিনা।

ভক্তঃ বুঝতে পেরেছি মা। তা মা, পথে কোন অসুবিধে হয় নি তো?

দেবীঃ কি সুবিধে হবে বল? পাঠিয়েছিস economy class এর টিকেট। সারা রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেছে রে। হাত পা ছড়িয়ে বসার জো নেই…

ভক্তঃ কি করবো মা, চাঁদা রেখেছি ১০ ডলার। কেউ দেয় কেউ দেয় না। সব সময় ভয়, এই বুঝি পকেট থেকে গেল। একটু কষ্ট কর মা। সন্তানের জন্য এটুকু কষ্ট কর। মা, immigration এ তো কোন সমস্যা হয়নি?

দেবীঃ কলিকাতার বিমানবন্দরে security issue দেখিয়ে পূজা মণ্ডপে যা পেয়েছিলাম সব রেখে দিল। দুই একটা নাড়ু-বড়ী তোদের গণেশ দার জন্য লুকীয়ে রেখেছিলাম - তাই নিয়ে তোদের canada এর airport এ কি যে ঝামেলা গেল!!!

ভক্তঃ সে কি মা! বলতো কি হয়েছে?

দেবীঃ বলিস না, ওরা নাড়ু গুলোকে mini বোমা মনে করে আমায় counter এ বসিয়ে রাখল পরীক্ষার জন্য। তার পর আমার বাবার নাম শুনে কি যে হুলুস্তুল কাণ্ড!

ভক্তঃ সে কি মা, বাবা মহাদেবকে নিয়ে আবার কি সমস্যা?

দেবীঃ তোদের বাবা যক্ষ রাজের যজ্ঞে যে লঙ্কা কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন তার জন্য তার নাম terror list এ।. ওরা আমাদের পুরা গুষ্ঠির ঠিকুজি বেড় করলো। প্রায় সবার নামেই প্রাণী নির্যাতনের অভিযোগ। তোদের কার্ত্তিক দা সেনাপতি থাকা কালীন সময়ে কোন কোন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তার যাবতীয় বৃত্তান্ত।

ভাগ্যিস আমার নামে তেমন কিছু ছিল না। তাই ওরা দুদিনের entry permit দিয়েছে।

ভক্তঃ না, বেশী বাড়াবাড়ি। কি করবে মা আমাদের কানাডা তো মানবাধিকারের দেশ। তুমিই বল, গনেসদা কোন আক্কিলে ছোট্ট একটা ইদুরকে বাহন বানিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়! বেচারা ইদুর কি গণেশদার ভার বহন করতে পারে? যাক মা, মনে কিছু নিও না

দেবীঃ বাবা, কালকেই কিন্তু আমায় plane এ তুলে দিবি।

ভক্তঃ কেন মা এত তাড়া কীসের?

দেবীঃ আমার তো থাকতেই ইচ্ছে করে। কিন্তু কি করবো বল? কৈলাসে মনে হয় আর থাকা যাবে নারে? একদিকে জলবায়ুর পরিবর্তনে দ্রুত বরফ গলছে, তার উপর চীনা সরকার খুব ঝামেলা করছে। মানস সরবরে স্নান করতে মানা, জল খাওয়া মানা, আরও কত যে কি মানা। তাছাড়া তোদের কানাডার সাথে নাকি ওদের কি ঝামেলা হয়েছে। তাই ওরা পই পই করে বলে দিয়েছে কানাডায় না আসতে।

ভক্তঃ মা, ওখানে থাকার কোন দরকার নাই! বাবা মহাদেবকে apply করতে বল। আমরা এয়ারপোর্ট থেকে তোমাদের rceive করে নিয়ে আসবো। চাদা তুলে লেকের ধারে তোমাদের জন্য আশ্রম বানিয়ে দেব।

দেবীঃ হাজার হলেও মাতৃভূমিরে! তা চীনের অধিকারেই হোক, বা ভারতের অধিকারেই হোক। যাক, বাবা শোন -আমার payment টা কিন্তু আমেরিকান ডলারে করিস।

ভক্তঃ কেন মা, আমেরিকান ডলারে কেন?

দেবীঃ আমাদের কুবেরের ব্যাংক তোদের canadian ডলার নিতে চায় না। বড্ড বেশী volatile তো ...

জানিস, ভাবছি এবার যাবার পথে বাংলাদেশ হয়ে যাবো।

ভক্তঃ কেন মা, আবার বাংলাদেশ কেন? ওখানে তো পূজা শেষ হয়ে গেছে!

দেবীঃ তোদের দেশের পদ্মা নদীর উপর নাকি খুব সুন্দর এক সেতু হয়েছে। তোদের লক্ষীদিদি বার বার বলে দিয়েছে সেতুর উপর একটা শেলফী তুলে পাঠিয়ে দিতে। তাছাড়া তোদের গণেশ দাদা বার বার বলে দিয়েছে খেজুরের গুড় নিয়ে যেতে। আর বাবার জন্য দুটো কাঠারীভোগ চাল। তাই বাবা payment টা একটু বাড়িয়ে দিবি

ভক্তঃ তাই হবে মা। তুমি এত কষ্ট করে এসেছ। এত দীর্ঘ পথ পরিক্রম করে।

দেবীঃ বল, সারা বছর বসে থাকি এই একটা দিনের প্রতীক্ষায়। আগে তাও - গান বাজনা শিখিয়ে দুই একটা পয়সা ঘরে আসত। এখন তো তোরা track এর সাথে গান গাস।

ভক্তঃ একটা কোথা তোমায় বলবো ভাবছি। তোমার জন্য আমার বড় চিন্তা হয় মা। প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সবার হাতে মুঠো phone. আর এই মুঠোর মধ্যেই তো সব জ্ঞান। তাই মা তোমায় তো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

দেবীঃ তুই ঠিক বলেছিস। তাইতে তোদের কার্ত্তিক দা facebook এ একটা account খুলে দিয়েছে।

ভক্তঃ খুব ভালো করেছে মা। আমি তো এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি। পাছে তুমি মনে কিছু কর। আজকাল তো বড়বড় celebrity এর facebook, twiter, instagram এ multiple account আছে। তা মা তোমার follower এর সংখ্যা কতো?

দেবীঃ খুব ভালো নারে। তবে তোদের কার্ত্তীক দার কিন্তু অনেক fan follower. তোদের কার্ত্তীক দা তো কৈলাস wood এর মারদেঙ্গা hero। তা যা বলছি, আজকাল কেউ জ্ঞানের কথা শুনতে চায় না। আজ তো ঘরে ঘরে পণ্ডিত। তোরা তো জানিস, আমি একটু লিখতে পছন্দ করি। প্রকৃতির কাছ থেকে একটু বর্ণ, একটু গন্ধ নিয়ে তোদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই। অথচ জানিস - কেউ আমায় like দেয় না। আচ্ছা, তোরা এতো কৃপণ কেন রে? তোরা ইদানীং এতো স্বার্থপর হয়েছিস কেন রে?

ভক্তঃ মা, স্বার্থপর আমরা বরাবরই ছিলাম। আগে তো facebook ছিল না তাই বুঝতে পার নাই। মা, আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের একটা ছবি কিন্তু তোমার সাথে tag করবো।

দেবীঃ দেখ, এই tag টা আমার বড় অপছন্দের জায়গা। এটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল । সেদিন কে যেন আমার time line এ পুঁটি মাছের recipe দিয়েছে। আমি নিরামিশাশি মানুষ। আমার time line এ পুঁটি মাছ কেমন লাগে বল?

ভক্তঃ মা তোমরা celebrity মানুষ । তোমার সাথে tag করা মানে একটা prestige matter. ঠিক আছে মা তুমি কিন্তু like দিও ...

দেবীঃ আমি তোকে , তোকে কেন সবাইকে like দেব। তার বিনিময়ে তোরা ক্ষুদ্র স্বার্থ, সংকীর্ণতা তাগ করে এক হয়ে যা বাবা। একে অন্যের শোকে দুঃখে সহমর্ম্মিতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাফল্যে অনুপ্রেরণা দিয়ে একে অপরকে কাছে টেনে নে। দেখবি ভালবাসা ও ক্ষমার মাঝে কতো সুখ, কতো প্রাপ্তি।

ভক্তঃ মা, তুমি ধন্য মা, তোমার বানীই সবাইকে পৌঁছে দেব। মা, আমরা সাধারন মানুষ, এই সাদা চোখে যা দেখি, তাইতো বুঝি। তোমার শ্বেত শুভ্র বসনের মাঝে যে লুকিয়ে আছে তোমার পবিত্রতা; তোমার হাতের বীনা, পুস্তক যে জ্ঞানের প্রতিক; হংসী যেমন কদ্যমাক্ত জলে বাস করেও কাঁদাকে ঝেরে ফেলে অনায়াসে, আলাদা করতে পারে দুধকে জল থেকে। তুমি যে এই হংসীকে প্রতীকী বানিয়ে সেই বাণীই পৌঁছে দিতে চেয়েছ তা কজন বা বুঝতে পারে। তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও মা।

অসতো মা সৎ গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় – আমাদের অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমরত্বে লইয়া যাও

মা, তুমি আবার এসো। তুমি আস বলেই আমরা দশটা মানুষ এক জায়গায় হোই। জীবনের সব দুঃখ কষ্ট ভুলে মুহুতে এক হয়ে যাই। তুমি আস বলেই এ তুষারে বসন্তের ফুল ফোটে। তুমি আবার এসো মা

স্মৃতিতে পূজো

তুষার কান্তি নাথ

কিচেনার, কানাডা

স্মৃতি হাতড়িয়ে ছোট বেলার পাড়ার পূজো থেকে শুরু করে স্কুলের পূজো এবং কলেজের পূজো; এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বৃহৎ পরিসরে জগন্নাথ হলে বিভাগের পূজো, কতো সুখস্মৃতিই না মনে পড়ছে। স্কুলে পড়াকালীন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম এবং সংস্কৃত পড়েছিলাম। এ সময়ের ভিতর যে কত বার সরস্বতী পূজোর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র এবং প্রণাম মন্ত্র মুখস্ত করে ক্লাসে পন্ডিত স্যারকে শুনাতে এবং পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

সরস্বতীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র:

ওঁ জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।

বীনা-পুস্তক রঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমহস্তুতে।।

নমঃভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।

বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চ।

এস স-চন্দন পুষ্পবিল্ব পত্রাঞ্জলি সরস্বতৈ নমঃ।।

সরস্বতী প্রণাম মন্ত্র:

নমো সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাংদেহি নমোহস্তুতে।।

জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।

বীনা-পুস্তক রঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমহস্তুতে।।

এখন বুঝতে পারি মন্ত্র মুখস্তে স্যারের তখনকার এতো তোড়জোড়। সেই পন্ডিত স্যার নেই, নেই অনেক কিছুই , খুব কষ্ট পাই বর্তমান প্রজন্মের মন্ত্র উচ্চারণে! মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে

দেবী সরস্বতীর পূজো করা হয় বলে একে বসন্ত পঞ্চমী উৎসবও বলা হয়ে থাকে এবং প্রতি বছর বসন্ত পঞ্চমী থেকে প্রস্তুতি শুরু করে চল্লিশ দিন পরে হোলি উৎসব উৎযাপিত হয়। বয়োসন্ধির বিভিন্ন সময়ের সরস্বতী পূজোর মহাত্ম যদিও ভিন্ন , তারপরও সর্বোপরী জ্ঞানার্জনে দেবীর কৃপা লাভের আকাঙ্খাই ছিলো সর্বাগ্রে। হয়তো এ জন্যই পূজোর দিন সকালে স্নান সেরে কঠিন প্রত্যয়ের উপবাস থেকে বই (যেই বিষয়ে দূর্বল), কলম নিয়ে পূজোয় উপস্থিতি আমাদের সকলের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যেই ছিল। বর্তমান বাস্তবতায় স্কুল - কলেজের খবর জানি না তবে পাড়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পূজোর আমন্ত্রণ এখনো পেয়ে যাই এবং প্রবাসের আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে স্বল্প পরিসরে পূজোর আয়োজনে নতুন প্রজন্মকে সঙ্গী করে স্মৃতি হাতড়িয়ে ভবিষ্যতের পানে চেয়ে থাকি।

দেবী সরস্বতীঃ জানা-অজানা

তরুণ শীল, পিএইচডি

কিচেনার, কানাডা

ভূমিকা

শীতের পর বসন্ত ঋতু আসে, বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন— "আমি ঋতুর মধ্যে বসন্ত।" বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পুজো হয়। এই পঞ্চমী তিথিকে বসন্ত পঞ্চমী অথবা শ্রীপঞ্চমীও বলা হয়।

এই দিনে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের বাঙালি সমাজের স্কুল-কলেজ-সহ প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, এমনকি ঘরে ঘরে বাগদেবীর আরাধনা হয়ে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো কানাডার বিভিন্ন শহরেও সরস্বতী পুজো হয়। তেমনি আমাদের শহর কিচেনারে, সনাতন বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (SBCA) প্রতি বছরের মতো এবারও সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেছে। বাসন্তী বা হলুদ রঙের ধুতি-পাঞ্জাবি, শাড়ি পরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পরিবারের সব সদস্য পুজোয় অংশগ্রহণ করেন। ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলে পুজো শেষে পুষ্পাঞ্জলি না দেওয়া পর্যন্ত উপবাস থাকেন।

এই দিনটি হিন্দু ধর্মের সকলের কাছে, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে, একটি বিশেষ দিন হিসেবে পরিগণিত হয়। হিন্দু ধর্ম অনুসারে সরস্বতী বিদ্যা, শিল্পকলা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বলা হয় যে তাঁর কৃপাতেই একজন ব্যক্তি সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে। দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ভক্তরা প্রতিবছর এই পুজো করেন, যাতে আসন্ন বছরটি সফল এবং সমৃদ্ধ হয়। কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বপ্রথম সরস্বতীর পুজো করেছিলেন।

দেবী সরস্বতীর জন্মকাহিনী

দেবী সরস্বতীর জন্ম নিয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। আমি এখানে তার মধ্যে একটি মতের উল্লেখ করছি।

পুরাণ অনুযায়ী, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতেই ব্রহ্মা বিদ্যা ও বুদ্ধির দেবী সরস্বতীর সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মা কীভাবে সরস্বতীকে সৃষ্টি করেছিলেন, তার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুসারে, সৃষ্টির শুরুতে তিন দেবতা— ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (ভগবান শিব) মানবজাতির মধ্যে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বাস করা হয় যে সৃষ্টির সূচনায়, ভগবান বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল কিছু একটা অনুপস্থিত, যার কারণে চারদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল।

এরপর, ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণু ও শিবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল বের করে বেদ পাঠ করতে করতে পৃথিবীতে ছিটিয়ে দেন। পৃথিবীতে জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থানটি কম্পিত হতে থাকে। ব্রহ্মা যে স্থানে জল ছিটিয়েছিলেন, সেখানে এক আশ্চর্য শক্তির আবির্ভাব ঘটে।

তিনি ছিলেন চার হাতবিশিষ্ট, অত্যন্ত সুন্দরী এক দেবী। তাঁর এক হাতে ছিল বীণা এবং অন্য হাতে তথাস্তু মুদ্রা। দেবীর অন্য দুই হাতে ফুলের মালা ছিল। এটি দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ তাঁকে শুভেচ্ছা জানান এবং বীণা বাজাতে বলেন। তখন দেবী দেবতাদের অভিবাদন গ্রহণ করে বীণা বাজাতে শুরু করেন।

বীণা বাজানোর ফলে তিন জগতের জীব-জন্তু ও প্রাণীরা মধুর ধ্বনি শুনতে পেল। দেবীর বীণার মাধুর্যে আনন্দে মেতে উঠল গোটা বিশ্ব। তা দেখে ত্রিদেব সেই দেবীর নাম রাখলেন— সরস্বতী।

রূপের মহিমা

সরস্বতীকে প্রথমে আমরা নদীরূপে, পরে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করে থাকি। তিনি সংগীতেরও দেবী। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, সাহিত্য এবং ইতিহাসে দেবী সরস্বতীর বিভিন্ন কাহিনি এবং বিভিন্ন রূপের কথা জানতে পারি। পুরাণ থেকে জানা যায়, সরস্বতী নদীর মহিমার সঙ্গে নারী জাতির একটি শুচিতার সম্পর্ক ছিল। স্বর্গের সুন্দরী, অপ্সরা, নর্তকীদের মধ্যে সরস্বতীর প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

বিশ্বামিত্র মুনি ছিলেন রাজর্ষি। তিনি ব্রহ্মর্ষি হতে পারেননি। মহামুনি বশিষ্ঠের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল না। যেহেতু বশিষ্ঠ মুনি ছিলেন ব্রহ্মর্ষি। অনেক চেষ্টার পরেও ব্রহ্মর্ষি হতে পারেননি, ফলে বিশ্বামিত্রের এক তীব্র ক্ষোভ তাকে একেবারে ক্রোধে উন্মাদ করে তুলল। তিনি এই সময়ে সরস্বতী নদীকে আদেশ করলেন, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমকে ভাসিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু সরস্বতী নদী তাতে কোনোভাবেই সম্মত হলেন না। তখন বিশ্বামিত্রের অভিশাপে সরস্বতী রক্ত নদীতে পরিণত হলেন। সরস্বতীর এই ভয়াবহ রূপ মহাদেব মেনেননি। তার আশীর্বাদে সরস্বতী পূর্বাবস্থা ফিরে পেলেন। শুধু তাই নয়, মহাদেবের বরেই তিনি নারী শ্রেষ্ঠারূপে সম্মানিত হলেন।

মুনি ঋষিদের কাছে তিনি শুধু শুচি স্নিগ্ধানদীরূপেই নয়, শ্রদ্ধার মূর্ত প্রতীকরূপে চিহ্নিত হলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের উত্তেজনায় তা থেকে আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি স্থির করলেন, আরও কঠোর তপস্যায় বসবেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি স্বর্গের অধিপতি হবেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র সব বুঝতে পেরে, বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গের উদ্যোগ নিলেন। প্রথমেই তার মনে পড়ল অপ্সরাদের কথা। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটাতে পারে একমাত্র তারা। একে একে এল উর্বশী, তারপর রম্ভা। কিন্তু মুনির ধ্যান ভাঙাতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে দেবরাজের নির্দেশে এলেন মেনকা। মর্ত্যে আগমন করেই প্রথমে তিনি সরস্বতী নদীতে স্নান সেরে শুচি স্নিগ্ধ হলেন। তারপর পঞ্চশরেজর্জরিত বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করে পুষ্কর তীর্থে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ব্রহ্মর্ষি হয়ে কিংবা স্বর্গের আধিপত্য লাভ

করা কোনটাই বিশ্বামিত্রের ভাগ্যে জোটেনি।

তবে আমি যে সরস্বতীর আরাধনা করি, তিনি বিদ্যার দেবী। সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। সরস শব্দের অর্থ জল। অতএব সরস্বতী শব্দের আদিরূপ হলো জলবতী, অর্থাৎ নদী। সরস্বতী শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থে সরস + বতু এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সরস্বতী। তিনি বিদ্যা দেবী, জ্ঞানদায়িনী, বীণাপাণি, কুলপ্রিয়া, পলাশপ্রিয়া প্রভৃতি নামেও পরিচিত। সরস্বতীর নানা রকম মূর্তি আছে, যেমন অন্য নানা দেব দেবীরও। তবে সর্বত্র তিনি চতুর্ভুজা, এবং তার চার হাতে বই, মালা, বীণা এবং জলপাত্র থাকে। কোথাও পানি পাত্র থাকে না, বীণাটি দুই হাতে ধরে থাকে। বেদ যেহেতু চারটি: ঋক, সাম, যজু, এবং অথর্ব, তাই সরস্বতীর চারটি হাতকে চার বেদের প্রতীক বলে ধরা হয়েছে। তবে শাস্ত্রমতে চতুর্ভুজের অন্য অর্থও আছে। নানা মুনির নানা মত। একটিমতে, বই হলো গদ্যের প্রতীক, মালা কবিতার, বীণা সঙ্গীতের, আর জলপাত্র পবিত্র চিন্তার।

এছাড়া সরস্বতী সম্পর্কেও আরও কিছু অজানা তথ্য রয়েছে। বসন্তপঞ্চমী উপলক্ষে সেই তথ্যগুলোও জেনে নেওয়া যাক—

১. সরস্বতীকে চার বেদের জননী বলা হয়।

২. সূর্যের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়েছিলেন গায়ত্রী। সূর্যবন্দনার মন্ত্রেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণমতে, এই গায়ত্রী ছিলেন সরস্বতীরই আর এক রূপ। উল্লেখ্য, গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হয়।

৩. তাঁর বাগ্মিতার ক্ষমতাও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে সরস্বতীকে 'বাগদেবী' নামে ভূষিত করেন ব্রহ্মা।

৪. পুরাণ অনুসারে, সরস্বতীর রূপে ব্রহ্মা এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, সরস্বতী যেদিকেই থাকুন না কেন, তিনি যাতে তাঁকে দেখতে পান, এমন কামনা করে বসেছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রয়েছে ব্রহ্মার চারটি মাথা।

৫. বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন দেবী। একারণে সরস্বতীর আর এক নাম 'শতরূপা'।

৬. ভারতের পূর্বপ্রান্তে সরস্বতীকে শিব ও দুর্গার সন্তান মনে করা হয়।

৭. বৌদ্ধধর্মেও সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে, সরস্বতী ছিলেন মঞ্জুশ্রীর এক সঙ্গিনী।

৮. পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত সরস্বতী। এই পদ্মকে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।

৯. সরস্বতীর হাতে শোভা পায় বীণা। এটি শুধুমাত্র সুরেরই নয়, তা বুদ্ধি এবং মেধারও প্রতীক।

১০. চার হাজার বছর আগের ভারতবর্ষে সরস্বতী নদী উপস্থিত ছিল। এই নদীটি কে দেবী সরস্বতীর ধরিত্রীরূপ বলে মনে করা হয়। কথিত আছে, ক্ষত্রিয় বিনাশের পর পর শূরকুমার শুরাম এই নদীতে স্নান করে ‘শুদ্ধ’ হয়েছিলেন।

দেবী সরস্বতীর ১০৮ টি নাম **-** অস্টোত্তর শত নাম

হিন্দুধর্মে প্রত্যেক দেব-দেবীর বিভিন্ন নামে ডাকাহয়। আমাদের সনাতন ধর্মে, দেবী সরস্বতী হলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দেবী। মাস সরস্বতী পূজার সময় দেবী সরস্বতীর ১০৮টি নাম পাঠ করা এবং জপ করার মাধ্যমে তার অপার আশীর্বাদ নেয়া হয়। অর্থসহ দেবী সরস্বতীর ১০৮টি নামের তালিকা:

নং	বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	নামের অর্থ
১	সরস্বতী	Saraswati	জ্ঞানের দেবী
২	মহাভদ্র	Mahabhadra	দেবী, যিনি পরম মঙ্গলময়

৩	মহামায়া	Mahamaya	দেবী, যার মহান মায়া আছে
৪	বরপ্রদা	Varaprada	দেবী, যিনি বর দেন
৫	শ্রীপ্রদা	Shreepada	দেবী, যিনি সম্পদ প্রদান করেন
৬	পদ্মনিলয়া	Padmanilaya	দেবী, যার বাড়িতে পদ্মে
৭	পদ্মাক্ষী	Padmakshi	দেবী, যার চোখ পদ্মের মতো
৮	পদ্মবক্তরাগ	Padmavaktraga	দেবী, যার মুখ পদ্মের মতো
৯	শিবানুজ	Shivanuja	দেবী, যিনি শিবের ছোট ভাই
১০	পুস্তকধ্রুত	Pustakadhruta	দেবী, যিনি একটি বই ধারণ করেন
১১	জ্ঞানমুদ্রা	Gyanamudra	উল্লেখিত ভঙ্গিতে বসে থাকা দেবী
১২	রমা	Rama	দেবী, যিনি লোভনীয়
১৩	পরা	Para	দেবী, যিনি সবকিছুর বাইরে
১৪	কামরূপা	Kamarupa	দেবী, যিনি ইচ্ছামত বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন
১৫	মহাবিদ্যা	Mahavidya	যেদেবী মহান জ্ঞানের অধিকারী
১৬	মহাপাতকনাশিনী	Mahapatakanashini	দেবী, যিনি পতিত প্রাণীদের ধ্বংসকারী
১৭	মহাশ্রয়া	Mahashraya	দেবী, যিনি পরম আশ্রয়
১৮	মালিনী	Malini	দেবী, যার মালা আছে
১৯	মহাভোগ	Mahabhoga	দেবী, যার দ্বারা মহান ভোগের কারণ ঘটে
২০	মহাভুজা	Mahabuja	দেবী, যার বাহু বড়
২১	মহাভাগ	Mahabhaga	দেবী, যার ভাগ্য মহান
২২	মহোৎসাহা	Mahotsaha	দেবী, যার শক্তি সর্বোচ্চ

২৩	দিব্যাঙ্গ	Divyanga	দেবী, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিব্য
২৪	সুরবন্দিতা	Suravandita	দেবী, যিনি দেবতাদের দ্বারা আরাধ্য
২৫	মহাকালী	Mahakali	সময় ও মৃত্যুর দেবী
২৬	মহাপাশা	Mahapasha	দেবী, যার ফাঁস বিশিষ্ট
২৭	মহাকারা	Mahakara	দেবী, যার রূপ পরম
২৮	মহাকুশা	Mahankusha	দেবী, যার লাঠি (গড) বিশিষ্ট
২৯	সীতা	Sita	দেবী, যিনি পৃথিবীর ফল প্রদান করেন
৩০	বিমলা	Vimala	যেদেবী নিষ্কলঙ্ক
৩১	বিশ্ব	Vishwa	দেবী, যিনি সমগ্র বিশ্ব
৩২	বিদ্যুন্মালা	Vidyunmala	দেবী, যিনি একটি উজ্জ্বল মালা পরেন
৩৩	বৈষ্ণবী	Vaishnavi	ভগবান বিষ্ণুর শক্তি
৩৪	চন্দ্রিকা	Chandrika	দেবী, যিনি চন্দ্রালোকের মতো উজ্জ্বল
৩৫	চন্দ্রবদনা	Chandravadana	দেবী, যার মুখ চাঁদের মতো সুন্দর
৩৬	চন্দ্রলেখাবিভূষিতা	Chandralekha Vibhushita	দেবী, যিনি চাঁদের অঙ্কে শোভিত
৩৭	সাবিত্রী	Savitri	আলোর রশ্মি
৩৮	সুরসা	Surasa	দেবী, যিনি মোহনীয়
৩৯	দেবী	Devi	দেবী
৪০	দিব্যালঙ্কারভূষিতা	Divyalankarabhushita	দেবী, যিনি আইশ্বরিক অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত
৪১	বাগদেবী	Vagdevi	কথার দেবী
৪২	বসুধা	Vasudha	দেবী, যিনি পৃথিবী

৪৩	তীব্র	Tivra	দেবী, যার গতি দ্রুত
৪৪	মহাভদ্র	Mahabhadra	দেবী, যিনি পরম মঙ্গলময়
৪৫	মহাবল	Mahabala	দেবী, যার শক্তি সর্বোচ্চ
৪৬	ভোগদা	Bhogada	দেবী, যিনি ভোগ প্রদান করেন
৪৭	ভারতী	Bharati	কথার দেবী
৪৮	ভাম	Bhama	দেবী, যিনি আবেগ ও ঝাঁকজমকের রূপকার
৪৯	গোবিন্দ	Govinda	দেবী, যিনি গুরু রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৫০	গোমতী	Gomati	গরুর পালনের স্থান
৫১	শিব	Shiva	দেবী, যিনি মুক্তি ও আলো প্রদান করেন
৫২	জটিল	Jatila	দেবী, যার চুল ম্যাটেড আছে
৫৩	বিন্ধ্যবাস	Vindhyavasa	দেবী, যার বাসস্থান বিন্ধ্য পর্বত
৫৪	বিন্ধ্যচলবিরাজিতা	Vindhyachalavirajita	যেদেবী বিন্ধ্য পর্বতে উপবিষ্ট
৫৫	চণ্ডিকা	Chandika	ভয়ঙ্কর এক, ক্রুদ্ধ দেবী
৫৬	বৈষ্ণবী	Vaishnavi	ভগবান বিষ্ণুর শক্তি
৫৭	ব্রাহ্মী	Brahmi	ব্রহ্মার শক্তি
৫৮	ব্রহ্মজ্ঞানানিক সাধনা	Brahmagyaneikasadhana	ব্রহ্ম-জ্ঞান (আলোকিত) অর্জনের একমাত্র মাধ্যম
৫৯	সৌদামিনী	Saudamini	দেবী, যার দীপ্তি বিদ্যুতের মতো
৬০	সুধামূর্তি	Sudhamurti	দেবী, যার রূপ অমৃতের মতো
৬১	সুভদ্রা	Subhadra	দেবী, যিনি অত্যন্ত সুন্দরী
৬২	সুরপূজিতা	Surapoojita	যেদেবী দেবতাদের দ্বারা পূজিত হন

৬৩	সুভাষিণী	Suvasini	দেবী, যার বাসস্থান (সম্পূর্ণ মহাজাগতিক) শুভ
৬৪	সুনাসা	Sunasa	দেবী, যার সুন্দর নাক আছে
৬৫	বিনিদ্রা	Vinidra	নিদ্রাহীন দেবী
৬৬	পদ্মলোচণা	Padmalochana	দেবী, যার চোখ পদ্মের মতো
৬৭	বিদ্যারূপা	Vidyarupa	দেবী, যিনি জ্ঞান ব্যক্তিত্ব
৬৮	বিশালাক্ষী	Vishalakshi	দেবী, যার চোখ বড়
৬৯	ব্রহ্মজায়া	Brahmajaya	ব্রহ্মার স্ত্রী
৭০	মহাফলা	Mahaphala	দেবী, যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ
৭১	ত্রয়ীমূর্তি	Trayimoorti	দেবী, যিনি ত্রিত্ব
৭২	ত্রিকালজা	Trikalajna	দেবী, যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কিত সবকিছু জানেন
৭৩	ত্রিগুণ	Triguna	দেবী, যিনি তিন গুণ - তমস, রজস ও সত্বের রূপকার
৭৪	শাস্ত্ররূপিণী	Shastraroopini	দেবী, যিনি তিনটি সিসব্যক্তিত্ব
৭৫	শুম্ভসুরপ্রমাথিনী	Shumbhasura-pramathini	দেবী, যিনি রাক্ষস শুম্ভকে যন্ত্রণা দিয়েছিলেন
৭৬	শুভদা	Shubhadaa	দেবী, যিনি শুভ কামনা করেন
৭৭	সর্বাত্মিকা	Sarvatmika	দেবী, যিনি সকলের আত্মা
৭৮	রক্তবিজনিহত্রি	Raktabijanihantri	রক্তবীজের হত্যাকারী দেবী
৭৯	চামুণ্ডা	Chamunda	দেবী, যিনি চন্দ ও মুন্ড রাক্ষসকে হত্যা করেছিলেন
৮০	অম্বিকা	Ambika	দেবী মা

৮১	মুন্ডকায়াপ্রহরণ	Mundakaya praharana	দেবী, যিনি মুন্ডের বিতাড়নকারী
৮২	ধূম্রলোচনমর্দন	Dhumralochana-marda na	দেবী, যিনি রাক্ষস ধূম্রলোচনাকে হত্যা করেছিলেন
৮৩	সর্বদেবস্তুতা	Sarvadevastuta	যিনি সমস্ত দেব দেবীদের দ্বারা প্রশংসিত
৮৪	সৌম্য	Soumya	দেবী, যিনি কোমল এবং প্রফুল্ল
৮৫	সুরাসুরনমস্কৃত	Suraasura namaskruta	দেবতারা এবং দানব উভয়ই তাকে প্রণাম করেন
৮৬	কালরাত্রি	Kaalaratri	দেবী, যিনি প্রলয়ের রাতি
৮৭	কলাধারা	Kaladhara	দেবী, যিনি শিল্পের সহায়ক
৮৮	রূপসৌভাগ্যদা য়িনী	Roopa soubhagyadayini	দেবী, যিনি সৌন্দর্য এবং সৌভাগ্যের দাতা
৮৯	বাগদেবী	Vagdevi	যিনি কথার দেবী
৯০	বরারহ	Vararoha	দেবী, যিনি মার্জিত
৯১	বরাহী	Varahi	বরাহের শক্তি
৯২	বরিজসনা	Varijasana	দেবী, যিনি একট�� সাধা পদ্মের উপর উপবিষ্ট
৯৩	চিত্রাম্বরা	Chitrambara	দেবী, যার পোশাক বৈচিত্র্যময়
৯৪	চিত্রাঙ্গদা	Chitragandha	দেবী, যার সুবাস বিচিত্র
৯৫	চিত্রমাল্যবিভূষি তা	Chitramalya Vibhushita	যেদেবী বিচিত্র ফুলে সুশোভিত
৯৬	কান্তা	Kaanta	দেবী, যিনি সুন্দর
৯৭	কামপ্রদ	Kaamaprada	দেবী, যিনি ইচ্ছা প্রদান করেন
৯৮	বন্ধ্যা	Vandya	যেদেবী পূজার যোগ্য

৯৯	বিদ্যাধরসুপুজিতা	Vidyadharasupujita	দেবী, যিনি জ্ঞান-ধারীদের দ্বারা উপাসনা করেন
১০০	শ্বেতস্না	Shvetasana	দেবী, যার আসন শ্বেত বর্ণের
১০১	নীলভুজা	Neelabhuja	দেবী, যার বাহু নীল রঙের
১০২	চতুর্বর্গফলপ্রদা	Chaturvarga Phalaprada	দেবী, যিনি সমাজের চারটি বিভাগের প্রতিশোধ দেন
১০৩	চতুরাননসাম্রাজ্য	Chaturananasamarajya	দেবী, যার সাম্রাজ্য চার-মাথা ব্রহ্মা দ্বার সৃষ্ট বিশ্ব
১০৪	রক্তমধ্য	Raktamadhya	দেবী, যিনি সকল শক্তির উৎস
১০৫	নিরঞ্জনা	Niranjana	দেবী, যিনি বৈরাগ্য
১০৬	হংসসনা	Hamsasana	দেবী, যার আসন রাজহাঁসের
১০৭	নীলজঙ্ঘ	Neelajangha	দেবী, যার নীল উরু আছে
১০৮	ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা	Brahma Vishnu Shivatmika	দেবী, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আত্মা

তথ্যসূত্রঃ

1. বেদের জননী সরস্বতীঃ Hindustan Times (Bangla) - Feb 5, 2022
2. দেবী সরস্বতীর কাহিনী- চিত্তরঞ্জন সরকার, বাংলা ট্রিবিউন – জানুয়ারী ২২, ২০১৮
3. Wikipedia